মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ আমিনুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	:	২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ
সময়	:	বেলা ৩.০০ ঘটিকা

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহঃ

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মেরিন টেকনোলজি ইন্সস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা	বাস্তবায়িত		
২.	নারায়নগঞ্জ মেরিন ইনস্টিটিউটকে মেরিন একাডেমীতে উন্নীতকরণ।	বিএমইটি: ইন্সস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নারায়ণগঞ্জ এর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধিনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিবেদন বিএমইটি হতে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) বরাবর গত ১২/০৯/২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ আইএমটিকে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর একটি সারসংক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে উপস্থাপনের বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নারায়ণগঞ্জ আইএমটিকে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাখার যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক একটি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)
৩.	বাগেরহাটে মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত		
৪.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।	বাস্তবায়িত		

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।	১। NSDC (National Skill Development Council) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩০০টি মডিউল যুগোপযোগী করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর বিদ্যমান ৩টি ট্রেড হতে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১৫টি ট্রেডে NTVQF -১,২ ও ৩ লেভেলে সর্বোচ্চ ৬ মাস মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া আইএমটি ও টিটিসি এর অধ্যক্ষ এবং প্রশিক্ষকসহ ট্রেডভিত্তিক সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণে ব্যয়ভার আইএলও বহন করবে মর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শীঘ্রই এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। **পরিকল্পনা শাখা থেকে জানানো হয় যে,** বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) চালু রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ এডিবিতে নিম্নোক্ত নতুন প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ ১। "ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভা শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ করে। পিইসি সভার শর্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। ২। "জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত ২৭টি টিটিসি শক্তিশালীকরণ, আধুনিকায়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপিতে পূর্বের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ও জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। ৩। "৫০টি উপজেলায় ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপিতে জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনবল নির্ধারন সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বিবেচনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর ধরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতির শতকরা হার (বৃদ্ধি/হ্রাস) প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ এবং বিএমইটি।

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ</th><th>আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>২। প্রশিক্ষণ:</u>
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর ধরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন :
<table>
<tr><th>বছর</th><th>হাউজ কিপিং</th><th>প্রাকবহির্গমন-</th><th>অন্যান্য কোর্স</th><th>সর্বমোট</th></tr>
<tr><td>২০১৪</td><td>৫৩২১১</td><td>১৫২১০</td><td>৪৬০৩৪</td><td>১১৪৪৫৫</td></tr>
<tr><td>২০১৫</td><td>৬১৮৬৪ ২৬.১৬+) (%</td><td>১৪৭৮২৮ (%৯১.৮৭১+)</td><td>৪৮২০০ (%৭০.৪+)</td><td>২৫৭৮৯২ (%৩২.১২৫)</td></tr>
<tr><td>২০১৬</td><td>৭৩৬২৩ (%১৯+)</td><td>৪৩৯২১৮ (%১১.১৯৭+)</td><td>৫৪১৮৮ (%৪২.১২+)</td><td>৫৬৭২২৯ (%৯৪.১১৯)</td></tr>
<tr><td>২০১৭ -জানু) (আগস্ট</td><td>৪৩৩৪৮ -) (%৬৮.১১</td><td>৪৬৭২০৩ (%৫৫.৫৯+)</td><td>২৮৮৮৮ (%৬২.৬+)</td><td>৫৩৯৪৩৯ (%৬৫.৪২+)</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২.</td><td>বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।</td><td>ক) জানুয়ারি-জুন/২০১৭ পর্যন্ত বিদেশস্থ শ্রমবাজারের চাহিদা সম্বলিত ৬ মাসের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএমইটিকে অনুরোধ জানানো হয়।

খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে হংকংগামী কর্মীদের হাউজকিপিং কোর্সে ক্যান্টনিজ ভাষায় মোট ১৩১২ জন, কোরিয়াগামী কর্মীদের কোরিয়ান ভাষায় মোট ৪৮৮ জন, ইংরেজি ভাষায় মোট ২৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সৌদিআরবগামী কর্মীদের আরবী ভাষা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৭৩,৬২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি-আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত ভাষা প্রশিক্ষণ চিত্র নিম্নরূপঃ
ক্যান্টনিজ ভাষা ৩২৫জন
কোরিয়ান ভাষা ১২৬ জন
ইংরেজি ভাষা ৩২০ জন (৫টি টিটিসি ও ১টি আইএমটিতে পরিচালিত হচ্ছে)
জাপানিজ ভাষা ২০ জন (মেয়াদঃ এপ্রিল-আগস্ট/২০১৭, চলমান)
২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ক্যান্টনিজ ভাষায় ১০৬ জন, কোরিয়ান ভাষায় ৬৬ জন, ইংরেজী ভাষায় ৭৫ জন, জাপানিজ ভাষায় ২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ঢাকাস্থ ৩টি টিটিসিতে রাশিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</td><td>ক) বিদেশস্থ শ্রমবাজারের চাহিদা সম্বলিত তথ্যাদি ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।
খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর ধরে ভাষা প্রশিক্ষণ অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ, শ্রমবাজার গবেষণা সেল এবং বিএমইটি।</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি(Young Working</td><td>১। বিএমইটিঃ
• বিদ্যমান ও নতুন ৫০টি দেশের শ্রমবাজারের Diversified Sector সমূহের চাহিদা এবং যাচিত Sector সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা</td><td>১) শ্রমবাজার অনুসন্ধানের সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, মিশন ও</td></tr>
</table>

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	Force)বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	নিরুপণ এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে Skill gap চিহ্নিত করে তা উত্তরণে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশে জন্মহার কম এবং কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এরুপ দেশসমূহে শ্রমবাজার অনুসন্ধান কার্যক্রম চালু রয়েছে। • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প হতে গবেষণা কার্যক্রমের ম্যাথোডোলজি চুড়ান্ত করে দেয়া হয়েছে। ৫০টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। দেশসমূহের নাম ইতোমধ্যে নির্বাচন করা হয়েছে। • জন্মহার কম এরুপ একটি দেশ হিসাবে জাপানকে চিহ্নিত করে জাপানে জিটকোর অধীনে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণ করা হচ্ছে। একইভাবে আইএম জাপানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক বর্তমানে ২০ জনের ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • জাপানে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার জন্য জাপান সরকারের অর্থায়নে ও জাইকার সহায়তায় লেংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। • এরুপ অপর একটি দেশ সিংগাপুরে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া কোরিয়া ও হংকং-এ ও প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।		কল্যাণ অনুবিভাগ, কর্মসংস্থান অনুবিভাগ এবং বিএমইটি ।
		২। জাপান, কোরিয়া, হংকং, চায়না প্রভৃতি দেশে কেয়ারগিভার পেশায় চাহিদা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা অনুযায়ী কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। • চাহিদা পর্যালোচনা। • চাহিদার ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ। • কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট। • প্রশিক্ষক নিয়োগ। • প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। • প্রশিক্ষণ প্রদান ও সনদায়ন। • বিদেশে কর্মী প্রেরণ।	২) কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণ বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগসমূহ প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা অণুবিভাগ

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		নিরিক্ষান্তে প্রাথমিকভাবে ২/৩টি টিটিসি'তে প্রকল্প আকারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে **৩। ট্রেড সংক্রান্ত:** • নির্দেশনা প্রদানের পর নতুন ট্রেড চালুর জন্য একটি স্টাডি করা হয়েছে। স্টাডি শেষে ১২টি ট্রেড চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়. এই ট্রেডসমূহ চালু করণে জনবল ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন রয়েছে বিধায় ২৭ টিটিসি সংস্কার প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব জুন/২০১৭ তে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ট্রেডসমূহ নিম্নরূপ: ১. ক্যাটারিং ২. প্লাস্টিক টেকনোলজি ৩. টেক্সটাইল টেকনোলজী ৪. স্ক্যাফোল্ডিং ৫. পলিশিং এন্ড আফোলস্ট্রি ৬. পেইন্টিং ৭. সিএসসি মেশিন অপারেশন ৮. ফুটওয়ার এন্ড লেদার প্রোডাক্ট ৯. বিউটিফিকেশন ১০. সোলার সিস্টেম ১১. মেকাট্রনিক্স ১২. এলুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে ট্রেড ও প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে। ৪। চলমান প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে টিটিসি পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রকল্প পরিদর্শনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ৫। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার বৃদ্ধি এবং সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান।	৩। ট্রেড ও প্রকল্পভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে। ৪। চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। ৫। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হার প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ও প্রকল্প পরিচালক
৪.	নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের	• নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে বিভিন্ন টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ট্রেডে প্রশিক্ষিতদের এদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান হচ্ছে তেমনি	১। নারী কর্মীদের শোভন ও আকর্ষণীয় পেশায় দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গৃহীত পদক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে প্রতি সভায়	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, বিএমইটি এবং বোয়েসেল।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	অনেকেই বৈদেশিক নিয়োগকর্তা কর্তৃক হাতে কলমে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। • এছাড়া নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে খুলনা মহিলা টিটিসিতে বিউটিশিয়ান কোর্স চালুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। চাহিদা বিবেচনায় অন্যান্য টিটিসিতেও এই কোর্স চালু করা হবে। • আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন হোটেলে হাউজকিপিং পেশায় (হোটেল হাউজকিপিং) NTVQF Level-১ এ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে একই ভাবে ৬ মাস মেয়াদী পেশায় Level-২ এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। **বৈদেশিক কর্মসংস্থান** ২০১৫ খ্রিঃ বিভিন্ন পেশায় নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা ১,০৩,৭০১ জন। তন্মধ্যে গৃহকর্মী ছাড়া অন্য পেশায় গমনকৃত নারী কর্মীর সংখ্যা ১১,২৬৫ জন। ২০১৬ খ্রিঃ বিভিন্ন পেশায় নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা ১,১৮,১৫৮ জন। তন্মধ্যে গৃহকর্মী ছাড়া অন্য পেশায় গমনকৃত নারী কর্মীর সংখ্যা ৯,৯৬৯ জন। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি হতে আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন পেশায় নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা ৮২,৫২৮ জন। তন্মধ্যে গৃহকর্মী ছাড়া অন্য পেশায় গমনকৃত নারী কর্মীর সংখ্যা ৯,১৫৮ জন, যা ক্রমবর্ধমান। • বাংলাদেশী নারী কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮৯,৩৩৫ জন জন মহিলা'কে এবং জানুয়ারি-আগস্ট/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪৩,৩৪৮ জন মহিলা'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত: আইএমটি/টিটিসিতে যথাযথ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করণার্থে সংশ্লিষ্ট আইএমটি/টিটিসিসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএমইটি হতে এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে বিএমইটিতে ই-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।	উপস্থাপন করতে হবে। ২। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার রাখতে হবে।	
৫.	দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য	মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে আইনী কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে জুলাই/২০১৭ মাসে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী অক্টোবর মাসে পরবর্তী কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত কর্মশালায় মন্ত্রণালয় ও পাসপোর্ট অফিসের প্রতিনিধি, বায়রা ও রিক্রুটিং	ক) মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা এবং বিএমইটি।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়া চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।	এজেন্সি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অভিযান সংক্রান্ত: দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস করার লক্ষ্যে বিএমইটি হতে প্রতিনিয়ত মনিটরিং কার্যক্রম চলমান আছে। নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের সহায়তাও নেয়া হচ্ছে। যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফের্সমেন্ট) সভাকে জানান, প্রতিমাসেই ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের সভা ও অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।	খ) মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযান সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট
৬	এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**অভিবাসন ব্যয় সংক্রান্ত:** প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে আধা সরকারি পত্র প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১৬ টি দেশের অভিবাসন ব্যয় এর বিষয়টি প্রচারের জন্য গত ১৪/০৬/২০১৭ তারিখে বায়রাকে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বায়রা বিষয়টি প্রচার করেছেন মর্মে ফোনালাপে জানিয়েছেন। **বিএমইটি:** • অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিঙ্গাপুর ও সৌদিআরবসহ যে ১৬ টি দেশের Country Specific অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে তা বিএমইটি'র অধিনস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডিইএমও এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। • বিষয়টি Electronic ও Print Media-তে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • বিএমইটির ফেইজবুকে এবং ওয়েবসাইটে এই তথ্য আপলোড করা হয়েছে। • নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য লিফলেট ও পোস্টার এর মাধ্যমে প্রচার চালানো অব্যাহত রয়েছে। • প্রচার কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসে ও দর্শণীয় স্থানে ১৬ টি দেশের Country Specific অভিবাসন ব্যয়ের তথ্য প্রদর্শন ও প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করণার্থে রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহকে পুনরায় পত্র দেয়া হয়েছে। এজেন্সি পরিদর্শনকালে ও এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।	১। আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে সকল জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, শ্রমবাজার গবেষণা অধিশাখা, বিএমইটি এবং বোয়েসেল।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		বিএমইটি: মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১৬টি দেশের ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় বাবদ নির্ধারিত অর্থের বিষয়টি প্রচারের জন্য বায়রাকে পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ' বায়রা হতে প্রচার করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। **নতুন শ্রমবাজার অনসন্ধান:** বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে কর্মীর চাহিদা সম্পন্ন দেশ সফর ও দূতাবাসের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রম বাজার অনুসন্ধানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। • এছাড়া ৫০টি দেশের শ্রম বাজারের Diversified Sector এর চাহিদা এবং চাহিদাসম্পন্ন Sector সমূহের উপযোগী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে Skill gap চিহ্নিত করে তা উত্তরনে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। অত্র প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত প্রায় ৬০% কাজ সম্পন্ন করেছে। • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প হতে গবেষণা কার্যক্রমের ম্যাথোডোলজি চুড়ান্ত করে দেয়া হয়েছে। ৫০ টি দেশের মধ্যে ১২ টি দেশ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। দেশ সমূহের নাম ইতোমধ্যে নির্বাচন করা হয়েছে। **বোয়েসেলঃ** নৈতিকতার সাথে স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করাই বোয়েসেল এর প্রধান লক্ষ্য। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশী কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বোয়েসেল এর পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রদান করে বিভিন্ন ক্যাটাগরির কর্মীরা বিদেশে গমন করছে। বোয়েসেল এর মাধ্যমে বিদেশ গমনকারী মহিলা গার্মেন্টস কর্মীর অভিবাসন ব্যয় ভ্যাট, ট্যাক্স ও বহিঃগমন ছাড়পত্রের ফিসহ মোট ১৭,৭৫০/- টাকা এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী গমনের অভিবাসন ব্যয় বিমান ভাড়াসহ মোট ৮২,০০০/- টাকা। বোয়েসেলের মাধ্যমে দেশের গরিব জনগণ কম খরচে/বিনা খরচে নিশ্চয়তা নিয়ে বিদেশ গমন করছে। বোয়েসেল এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৭,৬৭৮ জন মহিলা কর্মী বিদেশ গমন করেছে। জুলাই, ২০১৭ মাসে ৫৮৫ জন মহিলা এবং ৯৭ জন পুরুষ কর্মী বিদেশ গমন	২। ১৬ টি দেশের জন্য নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় প্রচারের লক্ষ্যে বায়রা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা জানতে চেয়ে পত্র দিতে হবে। ৩। নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নিয়োজিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় অবহিত করতে হবে।	

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		করেছে।		
৭.	প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	**প্রবাসী কল্যান ব্যাংক :** গত ০৭/০৮/২০১৭ তারিখ ব্যাংকটিকে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তর করার লক্ষ্যে কল্যাণ বোর্ডের মূলধনের হিস্যা বাড়ানো যায় কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে পত্র দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক করা হবে। গত ১৬/০৮/২০১৭ তারিখ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে প্রেরিত অপর পত্রে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার প্রাক কার্যাদি সম্পন্নকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার প্রাক কার্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং সংস্থা শাখা।
৮.	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	➢ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ৭০০ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। ➢ বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সৌদিস্থ বাংলাদেশি স্কুলের জমি ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরবের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। **পরিকল্পনা শাখাঃ** সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে ০৯ টি স্কুল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একটি সমীক্ষা পরিচালনার জন্য সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৫ মে, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প পুনর্গঠন পূর্বক প্রেরণের জন্য বিএমইটিকে বলা হয়েছে। **বিএমইটিঃ** • জিওবির অর্থায়নে "Construction of Nine Bangladesh International School for Children of Bangladeshi Expatriates in KSA", শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা যথাক্রমে রিয়াদ (২টি), জেদ্দা (২টি), দাম্মাম (১টি), মক্কা (২টি), তাবুক (১টি), বুরাইদাহ (১টি)। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল :	প্রকল্পটির প্রাক সমীক্ষার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করতে হবে।	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, পরিকল্পনা-১ শাখা এবং বিএমইটি।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		১/৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত) প্রকল্প যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভা গত ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আওতায় স্কুলের মালিকানা ও পরিচালনা, প্রকল্পের অর্থায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ওপর গত ০৬/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে PEC সভা পরিকল্পনা কমিশনের সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের প্রাক-সমীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে ডিপিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।		
৯.	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	**মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ :** মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতি বছর ''লেবার এ্যাটাসে সম্মেলন'' করে মিশন ওয়ারী তাদের থেকে কাজের অগ্রগতি, বিদ্যমান সমস্যা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা সংগ্রহ করা হয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ শ্রম উইং হতে প্রতি মাসে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রম উইং হতে মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক শ্রম উইয়ের কর্মকর্তাদের পারফরমেন্স যাচাই করা হয় এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে তাদের সার্বিক কর্মকান্ড মূল্যায়নপূর্বক ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। ৫টি দেশে শ্রম উইংয়ের কার্যক্রম পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।	বিদেশস্থ শ্রমউইংসমূহ থেকে ৫ টি দেশের শ্রম উইং এর কার্যক্রম পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে।	মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ
১০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান- ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত		

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।			

২.০ বিবিধ: সভাপতি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএমইটি প্রতিমাসে সভা করবে এবং সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্দেশনাসমূহের মধ্যে জনশক্তির প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন বিধায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনার সুবিধার্থে প্রতি সভায় বিএমইটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রতিনিধির উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে যেসকল নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার মধ্যে ১০ নং নির্দেশনাটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত। অপর ৯টি নির্দেশনার কার্যক্রম চলমান প্রকৃতির হওয়ায় এ সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নে সদা তৎপর ও সচেতন থাকতে হবে।

৩.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৬/৭/২০১৭

মোঃ আমিনুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।